সমকাল

তারিখ 11 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

এসএসসি পরীক্ষা

প্রবেশপত্র বিভ্রাটের দায়

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার প্রথম দিন দেশের বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষার্থীরা প্রবেশপত্র না পাওয়া এবং এর প্রতিক্রিয়ায় ভাংচুর, শিক্ষক লাঞ্ছনাসহ যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা কোনোমতেই কাম্য ছিল না। এই অঘটন পরীক্ষাটিকে ঘিরে তৈরি উৎসবের আমেজে উদ্বেগের পানিই কেবল ঢালেনি, আমাদের বেশ কিছু প্রশ্নের মুখেও দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সমকালে প্রকাশিত প্রতিবেদনসূত্রে জানা যাচ্ছে, এই বিড়ম্বনার শিকার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তিন শতাধিক। এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী কি এক বছরের জন্য পিছিয়ে গেল? সোমবার সমকালের প্রথম পাতায় প্রকাশিত আলোকচিত্রে দেখা যাচ্ছে, ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার কয়েকজন শিক্ষার্থী রাস্তায় শুয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এবার পরীক্ষা দিতে না পারলে শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে কী পরিণতি হতে পারে, তা এই আলোকচিত্রে প্রতীকীভাবে ধরা পড়েছে। আমাদের বোধগম্য নয়, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছুক সব্বার প্রবেশপত্র পাওয়ার ব্যাপারে পরীক্ষা শুরু পর্যন্ত উদাসীন ছিল কেন? পরীক্ষার্থীরাই বা কেন একেবারে পরীক্ষার দিন এসে এভাবে 'প্রতিক্রিয়া' ব্যক্ত করল? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, প্রবেশপত্র বিভ্রাটে এ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির দায় কার? আমরা মনে করি, কারণ যাই হোক সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেরই এ ঘটনার জবাবদিহি করতে হবে। এটা ঠিক, পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র না পাওয়ার পেছনে শিক্ষার্থীদের পক্ষে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা অনেক সময় দায়ী। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডেরও অদক্ষতা ও ঔদাসীন্য থাকে। কিন্তু এসব বিষয় দেখভাল এবং যথাসময়ে সংশোধনের দায়িত্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরই। প্রবেশপত্র না পাওয়া শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়গুলো স্পষ্টতই সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। গফরগাঁওয়ে এক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ বাবদে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে যেভাবে লাপাত্তা হয়েছেন, তা আরও ন্যক্কারজনক। একই সঙ্গে প্রবেশপত্র না পেয়ে কোনো কোনো এলাকায় শিক্ষার্থীরা যেভাবে ভাংচুর ও শিক্ষক লাঞ্ছনা করেছে, তাও নিন্দনীয়। আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নেই এ ধরনের ঘটনা উপেক্ষা করা উচিত নয়। তবে শিক্ষার্থীদের জন্য সমাধানও দিতে হবে কর্তৃপক্ষকে। আমরা চাই, বিষয়টি নিয়ে অবিলম্বে তদন্ত এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা কীভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে, সে ব্যাপারটিও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডসহ সংশ্লিষ্টদের সহানুভূতির সঙ্গে দেখতে বলব আমরা। অন্যের দায়ে এভাবে আরেকজনের বিড়ম্বনা মেনে নেওয়া যায় না।